শেকড়

বর্ষ ১৩ | সংখ্যা ৪৯
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯

ইন্টারকোঅপারেশন-এর প্রকল্পসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়িত মাঠ কর্মসূচির ত্রৈমাসিক বার্তাপত্র

সার্ভিস প্রোভাইডার এসোসিয়েশন (এসপিএ): স্থানীয় পর্যায়ে মানসম্পন্ন সেবাদানের কার্যকর চালিকা শক্তি

- মো. মামুনুর রশীদ

ভূমিকা: গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কারিগরি, সাংগঠনিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান একনিষ্ঠভাবে কাজ করে আসছে। কিন্তু পদ্ধতিগত সমস্যা বা জটিলতা ও সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের কাজের সুষ্ঠু সমন্বয়ের অভাবের কারণে লক্ষ্যভুক্ত বিশাল গ্রামীণ কৃষক জনগোষ্ঠী তাদের চাহিদামত সংশ্লিষ্ট সেবা পাচ্ছেন না। একথা সত্য যে, বাংলাদেশে যেসব সরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের সীমিত লোকবল, বিস্তৃত কাজের ক্ষেত্র, আর্থিক সমস্যা এবং আধুনিক জ্ঞান ও তথ্যের ঘাটতির কারণে গ্রাম পর্যায়ের কৃষক-কৃষাণি বিশেষ করে প্রান্তিক, দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের কাছে উন্নত/আধুনিক কলাকৌশল বা লাগসই প্রযুক্তি সব সময় পৌঁছে দেয়া সম্ভব নয়। আবার বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এনজিও যারা মূলত দাতা সংস্থার অর্থে পরিচালিত হয় তারাও একটি নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী কৃষকদের কাছে বিভিন্ন সেবাগুলো পৌছে দেয় কিন্তু দাতাদের ফান্ড দেয়া বন্ধ হয়ে গেলে এই ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে। পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টরগুলো সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মুনাফার বিষয়টিকেই বেশি প্রাধান্য দেয়, যা মূলত: উপকরণ বিক্রেতা/খুচরা ব্যবসায়ী/ পরিবেশকদের ঘিরেই ঘটে থাকে এবং এক্ষেত্রে দরিদ্র বা অতিদরিদ্র তেমনভাবে উপকৃত হয় না। এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইন্টারকোঅপারেশন বাংলাদেশ-এর শক্তি প্রকল্প গ্রামীণ কৃষকদের দোরগোড়ায় কৃষি ও কৃষি বনায়ন সংশ্লিষ্ট সেবা সহজলভ্য করতে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে গ্রাম পর্যায়ের অন্যান্য সাধারণ কৃষকদের মধ্য থেকে জ্ঞান ও দক্ষতায় অগ্রগামী এবং সেবাদান কার্যক্রমে আগ্রহী কৃষকদের স্থানীয় সেবাদানকারী (এলএসপি) হিসেবে চিহ্নিত করে ফল গাছ, ঔষধি গাছ, শাক-সবজি, মাঠ ফসল, হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালন, মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের দক্ষ করে তুলেছে। এসব স্থানীয় সেবাদানকারীরা অর্থের বিনিময়ে কিংবা কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ ছাড়া কিংবা কোন পণ্য গ্রহণের বিনিময়ে কৃষকদের সহযোগিতা বা সেবা দিচ্ছেন। এসব স্থানীয় সেবাদানকারীদের সমন্বয়ে গঠিত উপজেলা পর্যায়ের পেশাভিত্তিক সংগঠনই হচ্ছে এসপিএ যা কিনা প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ের সেবাদান কাঠামোর মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। এসপিএ-এর কাঠামো, উদ্দেশ্য, সেবা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদিই এই রচনার প্রতিপাদ্য।

সার্ভিস প্রোভাইডার এসোসিয়েশন (এসপিএ): এলএসপি অর্থাৎ স্থানীয় সেবাদানকারীরা গ্রাম পর্যায়ের কৃষক বা কৃষক সংগঠনগুলোকে তাদের চাহিদানুযায়ী বিষয়ভিত্তিক কারিগরি সেবা প্রদান করলেও তাদের জীবন-জীবিকার উন্নয়নের জন্য বিভিন্নমুখী সমস্যার এককভাবে সমাধান দেয়া নিদিষ্ট বিষয়ে দক্ষ একজন এলএসপি'র পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পারস্পরিক কার্যকরী যোগসূত্র স্থাপনের তথা সমন্বয়ের একান্ত প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায়ে যেসব সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পশুসম্পদ দপ্তর, বন বিভাগ, মৎস্য, স্বাস্থ্য ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং প্রাইভেট সেক্টর, এনজিওসহ অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের সঙ্গে নিয়মিত ও কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি যা কেবলমাত্র সেবাপ্রদান ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক/সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে। এ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় এনে স্থানীয় পর্যায়ে মানসম্পন্ন ও টেকসই সেবাদান ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইন্টারকোঅপারেশন-শক্তি প্রকল্প তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সেবাদানকারীদের উন্নয়ন ও তাদের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট রয়েছে। উপজেলাভিত্তিক এই নেটওয়ার্কেরই অন্য নাম এসপিএ বা সেবাদানকারী সমিতি। প্রকল্পের লক্ষ্য হলো এসপিএকে এমনভাবে সংগঠিত হতে সহায়তা করা যেন এসব এসপিএ স্বপরিচালিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে সেবা প্রদানে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হয়।

> এসপিএ হচ্ছে স্থানীয় সেবাপ্রদানকারীদের (এলএসপি) একটি পেশাভিত্তিক নেটওয়ার্ক যারা স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর মানসম্পন্ন সেবা সহজলভ্য করার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করছে

এসপিএ গঠনের উদ্দেশ্যগুলো:

- সাধারণ কৃষকদের মাঝে নতুন প্রযুক্তি ও কলাকৌশল সরবরাহ করা;
- এলএসপিদের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে কার্যকরী ও গুণগত সেবা প্রদান করা;
- সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা ও আয়মূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণপূর্বক সংগঠনকে শক্তিশালী ও আত্মনির্ভরশীল করা;

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

intercooperation

শেকড় অন্যান্য পৃষ্ঠায়

নার্সারি কার্যক্রম সংবাদ	৩	গ্রাম সংগঠনের সংবাদ	৪
সার্ভিস প্রোভাইডার সংবাদ	১১	সফল যারা কেমন তারা	১২
নারী	১৩	বাজার ও বাজারজাতকরণ	১৪
প্রশিক্ষণ সংবাদ	১৫	বিশেষ সংবাদ	১৫

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

শেকড়

inter cooperation

- সরকারি, বেসরকারি ও প্রাইভেট সেক্টর প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন করা;
- স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি ও কৃষি বনায়নের প্রয়োজনীয় সম্পদের উৎস হিসেবে কাজ করা;
- কৃষিভিত্তিক সেবাকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটির কৃষকদের নিকট বিভিন্ন সেবা পৌঁছে দেয়া;
- এলএসপিদের মাঝে তথ্যের আদান-প্রদান নিশ্চিত করা;
- গ্রামীণ কৃষকদের প্রশিক্ষণ পরামর্শ ও উপকরণ দিয়ে সহযোগিতা করা;
- প্রাইভেট কোম্পানির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তির মাধ্যমে ব্যবসার সম্প্রসারণ করা;
- দক্ষ এলএসপিদের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে রিসোর্স পার্সন হিসেবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা এবং
- এলএসপিদের সেবার গুণগত মান মূল্যায়ন ও মনিটরিং করা।

এসপিএ-এর সেবাসমূহ: এসপিএভুক্ত সেবাদানকারীরা মূলত কৃষি ও কৃষি বনায়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সেবা দিয়ে থাকেন। তাদের দক্ষতার ক্ষেত্রগুলো হলো- মাঠফসল, শাকসবজি ও মসলা জাতীয় ফসল উৎপাদন, ফলগাছ ব্যবস্থাপনা, পশুসম্পদ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য চাষ, বাঁশ ও কাঠগাছ ব্যবস্থাপনা, ঔষধি গাছ উৎপাদন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণসহ অন্যান্য কার্যক্রম (হস্তশিল্প, কবিরাজ, টিবিএ ইত্যাদি)। এখানে উল্লেখ্য, সরকারি সংস্থার পাশাপাশি একটি বেসরকারি সেবা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইন্টারকোঅপারেশন-শক্তি প্রকল্প ২০০৪ সাল থেকে বাংলাদেশে সরকারি বিভিন্ন সম্প্রসারণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ প্রাইভেট সেক্টর প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করে আসছে। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে ইতোমধ্যেই শক্তি প্রকল্পের কর্ম-এলাকায় (রাজশাহী বিভাগসহ সুনামগঞ্জ জেলা) চিহ্নিত প্রায় ৩০০০ এর অধিক স্থানীয় সেবাদানকারী তাদের মূল পেশার পাশাপাশি উপার্জনের একটি নতুন ক্ষেত্র হিসেবে উপজেলাভিত্তিক ৫১টি সার্ভিস প্রোভাইডার এসোসিয়েশন (এসপিএ) এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে নগদ অর্থ বা সম্মানীর বিনিময়ে কৃষিবিষয়ক বিভিন্ন কারিগরি সেবা কৃষকদের মাঝে পৌঁছে দিচ্ছেন। এসব এসপিএ তাদের সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা যেমন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পশুসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য বিভাগ, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ইত্যাদি এবং প্রাইভেট সেক্টর প্রতিষ্ঠান যেমন একমি, সিনজেনটা, লালতীর সীড, আরডি মিল্ক ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন ও যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষকগোষ্ঠীর কাছে নতুন প্রযুক্তি ও কলাকৌশলের পরিচিতি তুলে ধরছেন এবং এর ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, গ্রামের জনসাধারণের কাছে আরও সহজে দরকারী সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এসপিএ'র সদস্যরা ইউনিয়ন বা গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ এলএসপিদের সমন্বয়ে ১৩৪টি কৃষি সেবাকেন্দ্র চালু করেছে। এসপিএ'র মাধ্যমে কৃষকদের সেবাদানের বিষয়টি চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় এসপিএ ধীরে ধীরে স্থানীয় পর্যায়ে সেবা প্রদানের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে গড়ে উঠছে। টেকসই সেবাব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য নিশ্চয়ই আরো বহুপথ পাড়ি দিতে হবে। আর এ লক্ষ্যে যে বিষয়গুলোর ওপর আরো জোর দেয়া দরকার তা হলো:

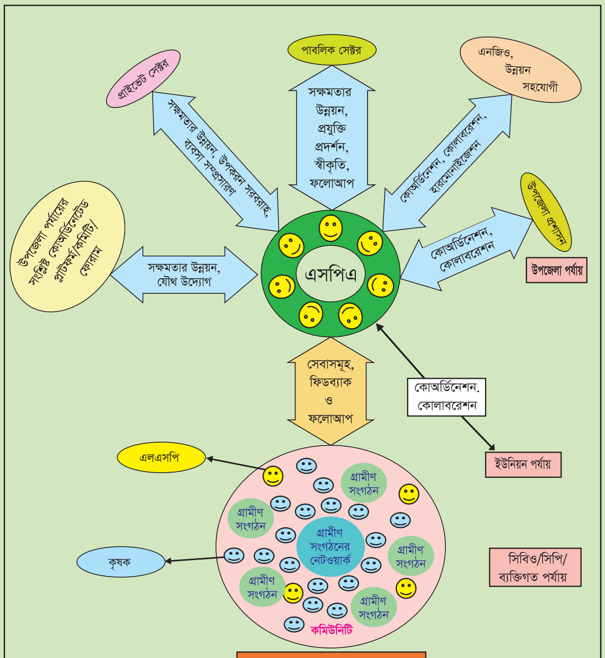

চিত্র:এসপিএ-এর কর্মকৌশল

- এসপিএর উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসপিএগুলোর সাংগঠনিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করা, তহবিল উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা ও আয়মূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ, কৃষক ও গ্রাম সংগঠনগুলোতে গুণগত সেবা নিশ্চিত করা, বিভিন্ন সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কার্যকর যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রযুক্তি, কলাকৌশল, জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো, প্রাইভেট সেক্টর প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে গুণগত উপকরণ সরবরাহ ব্যবস্থা, ব্যবসায়িক দক্ষতার উন্নয়ন করা এবং সদস্যদের দেয়া সেবার গুণগতমানের মূল্যায়ন করা;
- এসপিএ'র সেবার বিস্তৃতিতে নারী এলএসপিসহ নতুন এলএসপি নির্বাচন পূর্বক তাদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো ;
- এসপিএকে রিসোর্স সেন্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতম এলএসপিদের সমন্বয়ে রিসোর্স পুল তৈরি করা;
- এলএসপিদের সেবার বিস্তৃতি ও প্রসারের জন্য এসপিএ'র বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সদস্যদের সমন্বয়ে এলাকাভিত্তিক সেবাকেন্দ্র চালু করা যাতে করে সব কৃষক সহজেই এসপিএ'র সেবাগুলো পেতে পারে;
- বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সেবা বিক্রি করে আয় বাড়ানো;
- স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সমন্বয় কমিটি/ফোরাম/প্লাটফরম যেমন ইউএইসিসি, আইসিএম কমিটি ইত্যাদিতে প্রতিনিধিত্বকরণপূর্বক সদস্যপদ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
- নতুন নতুন প্রযুক্তি, কলাকৌশল, উদ্ভাবন ইত্যাদির প্রবর্তন ও উন্নয়ন ঘটানো;

- এলএসপিদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন প্লাটফরমের সহযোগিতায় অথবা যৌথভাবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা;
- এসপিএ ও এলএসপিদের সার্ভিস প্রমোশনের জন্য প্রচার- প্রচারণামূলক কর্মকান্ড গ্রহণ করা;
- সদস্যদের সঙ্গে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখা
- বিভিন্ন এসপিএ-র মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্যর প্রবাহ নিশ্চিত করা।

উপসংহার: গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষকরা যাতে তাদের দোরগোড়ায় চাহিদামত সঠিক সেবা ও প্রযুক্তি পেয়ে যথাসময়ে তা কাজে লাগাতে পারে এমন একটি সেবা সহায়ক পরিবেশ ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে ইন্টারকোঅপারেশন বাংলাদেশে সব স্তরের সেবাদানকারী/ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এদেশে একটি গতিশীল ও টেকসই সেবাদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হোক এবং এসপিএগুলো এ সেবা প্রবাহে প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে আর্বিভূত হোক এটাই এ প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য।

নার্সারি কার্যক্রম সংবাদ

জেলা নার্সারি মালিক সমিতির সহায়তায় রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ

দিনাজপুর জেলা নার্সারি মালিক সমিতির সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদের অনুমোদন নিয়ে খানসামা উপজেলার ভাবকী ইউনিয়নের উত্তমপাড়া ক্লাস্টারের উদ্যোগে গত ২৫ আগস্ট এক কিলোমিটার রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষরোপণ করা হয়। বৃক্ষরোপণের উদ্বোধন করেন ভাবকী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. নজরুল হক শাহ। অনুষ্ঠানে দিনাজপুর জেলা নার্সারি মালিক সমিতির এবং ক্লাস্টার নেতৃবৃন্দসহ ব্রীফ-লিফ/শক্তি প্রকল্পের টিম লিডার উপস্থিত ছিলেন। বৃক্ষরোপণের জন্য নার্সারি মালিক সমিতির সঙ্গে উত্তমপাড়া ক্লাস্টারের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী নার্সারি মালিক সমিতির পক্ষ থেকে ১ হাজার চারা দেয়া হয়েছে এবং বৃক্ষরোপণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছে উত্তমপাড়া ক্লাস্টার। দশ বছর পর গাছ বিক্রি থেকে আয়ের অর্ধেক ক্লাস্টার পাবে এবং বাকি অর্ধেক পাবে নার্সারি মালিক সমিতি।

নীলফামারীতে ফলপল্লী উদ্বোধন

গত ১০ সেপ্টেম্বর নীলফামারীর ডিমলা উপজেলায় পচারহাট গ্রামে নীলফামারী জেলা নার্সারি মালিক সমিতির উদ্যোগে আইসি এএফআইপি প্রকল্প এবং ব্রীফ লিফ/শক্তি প্রকল্পের সহায়তায় ফলপল্লীর শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নীলফামারীর উপ-পরিচালক মো. ইউনুছ আলী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিমলা উপজেলা চেয়ারম্যান মো. আফতাব উদ্দিন সরকার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার, আইসি-এএফআইপি প্রকল্পের কনসালটেন্ট, ব্রীফ-লিফ/শক্তি প্রকল্পের টিম লিডার, জেলা নার্সারি মালিক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, এসপিএ প্রতিনিধি প্রমুখ। সভায় ফল গাছ রোপণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। ফলপল্লীতে রোপনকৃত গাছের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আম্রপালী, চায়না থ্রি লিচু, বারোমাসি লেবু, কাজী পেয়ারা, বাউকুল-১ ইত্যাদি।

ভেষজ নার্সারিতে ছৈয়দুর রহমানের সাফল্য

লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার ভাদাই ইউনিয়নের আরাজি দেওডোবা গ্রামের মো. ছৈয়দুর রহমান (৫৭) আদিতমারী উপজেলা নার্সারি মালিক সমিতির সদস্য ও একজন নার্সারি মালিক। এক সময় বিভিন্ন হাটে-বাজারে কবিরাজি ওষুধ আর শরবত বিক্রি করে, কখনও অন্যের জমিতে মজুরি খেটে কোন রকমে দিন চলতো ছৈয়দুরের জীবন। অন্যের কাছে ধারদেনা করে একসময় অতিকষ্টে ৩ শতক জমি কেনেন তিনি এবং কবিরাজি করতে যেসব ভেষজ গাছের প্রয়োজন হয় তা সংগ্রহ করে লাগাতে শুরু করেন। আরও ৪ শতক জমি ক্রয় করে তৈরি করেন নার্সারি যেখানে ভেষজ উদ্ভিদই ছিল প্রধান। ইন্টারকোঅপারেশন-এএফআইপি প্রকল্পের উদ্যোগে গুণগতমান সম্পন্ন চারা উৎপাদনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে শিক্ষণ ভিজিটের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করেন। ভেষজ উদ্ভিদ ছাড়াও ফল, কাঠ ও ফুলের চারা উৎপাদন শুরু করেন। ২০০৬ সালে উপজেলা বৃক্ষমেলায় তার নার্সারি প্রথম স্থান অধিকার করে। ২০০৭ সালের বন্যায় তাঁর নার্সারির ব্যাপক ক্ষতি হলে ইন্টারকোঅপারেশনের বন্যাত্তোর পুনর্বাসন সহযোগিতা হিসেবে ঋণ পেয়ে আবার জীবন যুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে সচেষ্ট হন তিনি। এ বছর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাঁকে ৫০ শতক সরকারি জায়গা লিজ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এ জমিতে তিনি এখন গড়ে তুলেছেন তার স্বপ্নের নার্সারি। আশা করছেন এ বছর এ নার্সারি থেকে দেড় থেকে দুই লাখ টাকা আয় করতে পারবেন। তার নার্সারিটি গ্রামের একমাত্র নার্সারি হওয়ায় চারা বিক্রির ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই, এলাকার জনগণ ও পাইকাররা সরাসরি তাঁর নার্সারি থেকে চারা ক্রয় করে। তাঁর ৫ ছেলে ও স্ত্রী নার্সারি ও চারা বিক্রির কাজে সহায়তা করে থাকে। এই নার্সারি ব্যবসার মাধ্যমে বর্তমানে তার আর্থিক সচ্ছলতা

নিজ নার্সারিতে কাজ করছেন ছৈয়দুর রহমান

এসেছে, ছেলেরা লেখাপড়া করতে পারছে, গ্রামের অন্য ২ জন লোকের কাজের সংস্থান হয়েছে তার নার্সারিতে। এলাকায় এখন তাঁর সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক মেডিকেল এসোসিয়েশনের একজন সদস্য। তিনি একটি আদর্শ ভেষজ নার্সারি তৈরির স্বপ্ন দেখছেন। তার ইচ্ছে আছে বিলুপ্তপ্রায় ভেষজ গাছের জাতগুলো সংরক্ষণ করার। এছাড়া তাঁর গ্রামকে তিনি একটি ভেষজ গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে চান। সবার কাছে গুণগত মানসম্পন্ন চারা সরবরাহ নিশ্চিত করাই তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

সিবিও পর্যায়ে ফলগ্রাম স্থাপনে জেলা নার্সারি মালিক সমিতির অবদান

ইন্টারকোঅপারেশন এএফআইপি প্রকল্পের সহযোগিতায় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গত জুন হতে বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ অঞ্চলের জেলা নার্সারি মালিক সমিতিগুলো নিজ নিজ এলাকার সিবিওগুলোর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বসতবাড়িতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফলগাছের চারা রোপণের মাধ্যমে ফল চাষের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। মোট ৭টি ইউনিয়নের ৫৪০৫টি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের মাঝে প্রায় ২৯ হাজার কলমের চারা (আম্রপালি আম, আপেলবরই, বাউকুল, বারোমাসি লেবু, চায়না থ্রি লিচু ও পেয়ারা) লাগানোর কাজ শেষ করেছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তারা গ্রামগুলোর জন্য ফলগাছের চারার চাহিদাভিত্তিক তালিকা তৈরি, সিবিও এবং গ্রামের সদস্যদের চারা লাগানো ও এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান, চাহিদা মাফিক জেলা নার্সারি মালিক সমিতির কাছ থেকে সুলভ মূল্যে চারা/কলম সংগ্রহ ও আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছে। গত ২০ জুলাই জয়পুরহাট জেলা নার্সারি মালিক সমিতি এবং গ্রাম উন্নয়ন ও মানবকল্যাণ সংস্থা, কেশবপুরের যৌথ উদ্যোগে ফলের চারা রোপণের মাধ্যমে ফলগ্রাম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।

ফলগ্রাম স্থাপনের জন্য চারা গ্রহণ করছেন একজন কৃষক

গুণগত মানসম্পন্ন চারা উৎপাদন এবং বিপণন নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে বিজ্ঞপ্তি জারি

জয়পুরহাট জেলা নার্সারি মালিক সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার ফলশ্রুতিতে জেলা প্রশাসক আবু সৈয়দ এম হাশিম জয়পুরহাট জেলায় বৃক্ষরোপণ অভিযানকে বেগবান করা এবং জনগণের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের নার্সারি হতে গুণগত মানসম্পন্ন চারা কলমের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভায় উৎপাদিত চারার মান নিয়ন্ত্রণে যথাযথ মনিটরিং ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জয়পুরহাট, সহকারী বন সংরক্ষক, জয়পুরহাট এবং জেলা নার্সারি মালিক সমিতির ওপর দায়িত্ব দিয়ে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

গ্রাম সংগঠনের সংবাদ

ডালি-কোদাল দিবস উদযাপনের মাধ্যমে রাস্তা মেরামত

লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার সারপুকুর ইউনিয়নের কান্তেশ্বরপাড়া গ্রামের রেল লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত একটি কাঁচা রাস্তা বর্ষা মৌসুমে ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে তা চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। কান্তেশ্বরপাড়া ক্লাস্টার তাদের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় রাস্তাটি মেরামতের প্রকল্প হাতে নেয়। ক্লাস্টারের সদস্যরা স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেটি মেরামতের আশ্বাস পেলেও আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে তা সময়মত মেরামত করা হচ্ছিল না। এই অবস্থায় চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করে একটি দিন নির্ধারণ করে। ক্লাস্টারের প্রতিনিধিরা এলাকার জনগণের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে রাস্তাটি মেরামত করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা গত ১৬ সেপ্টেম্বর দিনটিকে ডালি-কোদাল দিবস উদযাপন করে এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে প্রায় দেড় শতাধিক নারী-পুরুষ মিলে দিনব্যাপী স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে অর্ধ-কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার ও মেরামতের কাজ সম্পন্ন করে। এ কাজের ফলে রাস্তাটি এখন যেমন চলাচলের উপযোগী হয়েছে অন্যদিকে তেমনি ইউনিয়ন পরিষদসহ এলাকায় ক্লাস্টারের পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাস্তা মেরামত কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ক্লাস্টারের উদ্যোগে অতিদরিদ্রদের মধ্যে সহজশর্তে হাঁসের বাচ্চা বিতরণ

সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার ভাটিপাড়া ইউনিয়নের দত্তগ্রাম ও পানগাঁও গ্রামের একতা ক্লাস্টারের উদ্যোগে অতিদরিদ্রদের মাঝে সহজ শর্তে ৩০০টি হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে। এতে এক নতুন আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে গ্রামবাসীদের জন্য। লিফ শক্তি প্রকল্পের সহযোগিতায় একতা ক্লাস্টারের সূর্যসংঘ সংগঠনটির ৮ জন সদস্য হাঁসের হ্যাচারি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে হাঁসের বাচ্চা ফুটানোর কাজ হাতে নিয়েছেন। কিন্তু হাঁসের বাচ্চা ফুটাতে প্রয়োজন অনুযায়ী উর্বর ডিম পাওয়া যায়না। আবার হাঁস পালনে আগ্রহী অতিদরিদ্র পরিবার পুঁজির অভাবে বাচ্চা ক্রয় করে হাঁস পালন করতে পারছে না। এমতাবস্থায় একতা ক্লাস্টার তার ৪টি সংগঠন থেকে ১৫ জন অতিদরিদ্র

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

শেকড়

intercooperation

হাঁসের বাচ্চা প্রাপ্ত সদস্যরা

নির্বাচন করে ঐ ক্লাস্টারের ৮ জন হ্যাচারি মালিকের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিটি হাঁসের বাচ্চার মূল্য ২২ টাকার স্থলে ১৫ টাকা নির্ধারণ করেন। ১৫ টাকার মধ্যে ৮ টাকা বাচচা গ্রহণের সময় এবং বাকি টাকা যখন হাঁস ডিম দিবে তখন তাদের কাছে বাজারমূল্যে ডিম বিক্রি করে পরিশোধ করবেন-এই শর্ত নির্ধারণ করা হয়। হ্যাচারি মালিকগণ অতিদরিদ্রদের সুবিধা হবে এবং বাচ্চা ফুটবে এমন ডিম প্রাপ্তির বিষয়টি বিবেচনা করে এ প্রস্তাবে রাজি হন। গত ১৩ জুলাই এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইউপি প্রতিনিধি, গ্রামের মাতবর, সমিতির সদস্য, হ্যাচারি মালিক ও অন্যান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে ১৫ জন অতিদরিদ্রদের মাঝে প্রতিজনকে ২০টি করে মোট ৩০০টি হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়। অতিদরিদ্রদের আয় বৃদ্ধির জন্য এমন একটি মহতী উদ্যোগের জন্য ক্লাস্টার ও হ্যাচারি মালিকদের ধন্যবাদ জানানো হয়।

প্রাইভেট সেক্টরের সামাজিক দায়বদ্ধতা: ক্লাস্টারে চক্ষু শিবিরের আয়োজন

উদ্যোগ ফাউন্ডেশনের লিফ প্রকল্প ও সোসাল এডভান্সমেন্ট নেটওয়ার্কিং কমিউনিটি অর্গানাইজেশন (সাঁকো) যৌথ উদ্যোগে গত ৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত হলো এক চক্ষুশিবির। গ্রামীণ জিসি আই হসপিটাল, বগুড়া এবং ইন্টারকোঅপারেশন বগুড়া রিজিয়নের সহযোগিতায় নামুজা ইউনিয়নের বামনপাড়া হাইস্কুলে দিনব্যাপী এ চক্ষুশিবির উদ্বোধন করেন বগুড়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মমতাজ উদ্দিন। মূলত লিফ প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষ যারা বিভিন্ন ধরনের পোশাকের ওপর সূচিকর্ম ও কারচুপির কাজ করেন তাঁদের চোখের সমস্যা নিরসন ও আগাম ব্যবস্থা নেয়াই ছিল এ প্রচেষ্টার লক্ষ্য। অন্যদিকে ১৭ আগস্ট লাহিড়ীপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে স্থানীয় সংস্থা বিনিময় হস্তশিল্প আয়োজিত অপর এক চক্ষু শিবিরে মোট ৪৪৩ জনের চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। এর মধ্যে ৩৬ জনের চোখে ছানি ধরা পড়ে যাদের পরবর্তীতে গ্রামীণ জিসি চক্ষু হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমমূল্যে ৯ জনের ছানি অপারেশন করা হয়।

চক্ষুশিবিরে বক্তব্য রাখছেন বগুড়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মমতাজ উদ্দিন

যৌথ উদ্যোগের ফলে সাধারণ কৃষক ও সমিতি উভয়ই লাভবান হয়েছে

রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার পাকুড়িয়া ক্লাস্টারের উদ্যোগে স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা এমএসপি লিফ প্রকল্পের সহায়তায় বিএডিসি থেকে উন্নতমানের বীজ সংগ্রহ করে কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ করে থাকে। এতে বাজারের চেয়ে তুলনামূলক কম দামে কৃষকেরা উন্নতমানের বীজ পায়। এতে ফলন বেশি হলেও কৃষকেরা টাকার অভাবে উৎপাদিত আলু কোল্ড স্টোরেজে রাখতে হিমশিম খায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে পাকুড়িয়া জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে আলু উঠার সময় সমিতির যৌথ ফান্ড থেকে নগদ টাকা দিয়ে অগ্রিম পেইড বুকিং কেটে রাখে। কমিউনিটি এবং সমিতির সদস্যরা আলু সংগ্রহ করে আর পাকুড়িয়া ক্লাস্টারের

কোল্ড স্টোরেজে রাখা আলু

পেইড বুকিংয়ের নামে জমা দেয়। আগে কৃষকদের আলু জমা রাখতে হয়রানির পাশাপাশি প্রতি বস্তায় ৪০ থেকে ৫০ টাকা বেশি লাগত। সমিতির উদ্যোগে ১০০৯ বস্তা আলু সংরক্ষণ করে বস্তাপ্রতি ৩০ টাকা করে লাভ পেয়েছে। সমিতির ১০৫,৯৪৫ টাকা যৌথভাবে ৩-৪ মাস খাটিয়ে লাভ পেল ৩০,২৭০ টাকা। যৌথ চেষ্টায় আলু সংরক্ষণ করার জন্য তারা স্বল্প লাভে ঋণ সুবিধাও পাচ্ছে কোল্ড স্টোরেজ থেকে।

হাঁসের হ্যাচারি মালিক সমিতি গঠন

স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা ইরা'র সহযোগিতায় গত ২২ জুলাই দিরাই এবং দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার ১৬ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হ্যাচারি মালিক নিয়ে হাঁসের হ্যাচারি মালিক সমিতি গঠন করা হয়। গ্রামবাসীদের চাহিদা অনুযায়ী গুণগতমানের হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন ও বিক্রি করাকে সমিতির মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। সেইসঙ্গে যেসব সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা হলো-দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগণকে হাঁস পালনের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সহায়ক ভূমিকা রাখা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন করা, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণের স্বার্থে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্থায়ীত্বশীল সম্পর্ক গড়ে তোলা। এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ৭ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেছে হ্যাচারি মালিকরা।

মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষে সাফল্য

রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের পশ্চিম রহিমাপুর ক্লাস্টারের সোনালি সমবায় সমিতি পুকুর লিজ নিয়ে মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ করে সাফল্য লাভ করেছে। তারা স্থানীয় সহযোগী সংস্থা কাম টু ওয়ার্ক লিফ প্রকল্পের কর্মীর সহযোগিতায় তারাগঞ্জ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সঙ্গে মাছ চাষের বিষয়ে যোগাযোগ করেন এবং যুব উন্নয়নের মাধ্যমে মাছ চাষের ওপর ২ দিনের ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ পান। তারা পার্বতীপুর মৎস্য খামার থেকে রুই, কাতলা, কার্প মাছের পোনার পাশাপাশি মনোসেক্স তেলাপিয়ার ১৩০০টি ২ থেকে ২.৫ ইঞ্চি পোনা সংগ্রহ করে ৩টি পুকুরে চাষের ব্যবস্থা করেন। প্রশিক্ষণ অনুযায়ী সঠিক খাবার ও ব্যবস্থাপনার ফলে ৫ মাস পালন করার পর গড়ে প্রতিটি মাছের ওজন ৫০০ থেকে ৭৫০ গ্রাম হয়েছে এবং প্রচুর পোনা উৎপাদন হয়েছে। ১২ হাজার টাকা খরচ করার পর প্রথম চক্রে ১৬ হাজার টাকার মাছ বিক্রি করেছে। মনোসেক্স তেলাপিয়া পোনা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে রুই কাতলার তুলনায় ৫০ ভাগ লাভ হবে এই মাছ থেকে। ইতোমধ্যে এলাকার অনেক পুকুর মালিক তেলাপিয়া মাছের পোনার চাহিদা দিয়েছেন। এই জাতের তেলাপিয়া চাষে লাভ দেখে আগামীতে অন্য মাছ চাষ না করে মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের পরিকল্পনা নিয়েছে এই দল।

হাওর অঞ্চলে খাঁচায় মাছ চাষ : আয়বৃদ্ধির নয়া উদ্যোগ

খাঁচায় মাছ চাষ অতি লাভজনক বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা সিএনআরএস কর্তৃক বাস্তবায়িত লিফ প্রকল্পের সহযোগিতায় জামালগঞ্জ সদর ইউনিয়নের পশ্চিম কালিপুর ও ভূঁইয়ার হাটি ক্লাস্টারের অতিদরিদ্র সদস্যরা খাঁচায় মাছ চাষের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ৮ জন সদস্য চাঁদপুর ডাকাতিয়া নদীতে ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে দুটি ক্লাস্টারের ৯০ জন সদস্য যৌথভাবে ১৩টি ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ শুরু করেন। চার মাস পর গত ২৮ জুলাই উপজেলা চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে কালিপুর ক্লাস্টারের খাঁচার মাছ আহরণ ও কৃষক মাঠদিবসের আয়োজন করা হয়। ১৩টি খাঁচা হতে প্রায় ৪০ মণ মাছ আহরণ করা হয়। প্রতি কেজি মাছের মূল্য গড়ে ১১০ টাকা হিসাবে মোট ১ লাখ ৭৬ হাজার টাকা বিক্রি করেন। মাছ চাষে সর্বমোট খরচ হয়েছে ৮৬ হাজার টাকা এবং নিট লাভ হয়েছে ৯০ হাজার টাকা।

নদীতে ভাসমান খাঁচা স্থাপনের দৃশ্য

উপজেলা পরিষদের সঙ্গে ক্লাস্টারের কর্মশালা

লিফ প্রকল্পের সহায়তায় স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা পিসিডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পাবনার আটঘড়িয়া উপজেলার দেবোত্তর ও চাঁদভা ইউনিয়নে ৫০টি গ্রাম সংগঠন ও ১৪টি ক্লাস্টারের প্রতিনিধিরা উপজেলার বিভিন্ন সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গত ১২ আগস্ট এক শেয়ারিং সভার আয়োজন করেন। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) কৃষি, পশু, মৎস্য, যুব, বিআরডিবি ও সমাজসেবা বিভাগের কর্মকর্তাসহ ক্লাস্টার

ক্লাস্টার আয়োজিত হস্তশিল্প ও কৃষিপণ্য প্রদর্শনী মেলা

আইসি'র বিভিন্ন কর্মএলাকায় গত জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসের বিভিন্ন তারিখে ক্লাস্টারের আয়োজনে নিজ নিজ সিবিও কর্তৃক গৃহীত আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডগুলোর পরিচিতি বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা (এমএসই)'এর আওতায় উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য হস্তশিল্প ও কৃষিপণ্য প্রদর্শনী মেলার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গত ১২ ও ১৩ জুলাই রংপুরের পীরগাছা উপজেলার ইটাকুমারী ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে, ২৭ জুলাই লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলাধীন সারপুকুর ইউনিয়নের মসর দৈলজোড় উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে এবং ৪ আগস্ট রাজশাহীর চারঘাট পৌরভবন চত্তরে আয়োজিত মেলাগুলো। এসব মেলায় ক্লাস্টার এবং গ্রামীণ সংগঠন পর্যায়ের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা, হতদরিদ্রদের জন্য গৃহীত আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড থেকে উৎপাদিত পণ্যগুলো আলাদা আলাদা স্টলের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়। স্টলগুলোতে প্রদর্শিত পণ্যের মধ্যে ছিল শপিং ব্যাগ, পাখা, ঠোংগা, চুমকির কাজ, গামছা, ভার্মি কম্পোস্ট, গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল পালন, হাঁস পালন, পাঁঠা পালন, টেইলরিং ও মিনি গার্মেন্টস, তাঁতের কাজ, মধু উৎপাদন, মিষ্টির কার্টুন তৈরি, চাটাই তৈরি, ছিকিয়া তৈরি, মোমবাতি তৈরি, এমব্রয়ডারি কাজ, শতরঞ্জি, পাপোস, বাঁশের পণ্য, মাটির পণ্য, হাতের কাজ, কারচুপি কাজ, ঔষধি গাছের প্রদর্শনী, ইত্যাদি। মেলায় এলাকার জনগণ ছাড়াও সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতা ও পাইকার, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের সমাবেশ ঘটে। এসময় কয়েকটি সিবিও'র সঙ্গে পাইকারদের পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে মৌখিক চুক্তিও হয়। অন্যদিকে কয়েকটি অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা আর্থিক সহযোগিতারও আশ্বাস প্রদান করেন। ফলে গ্রামভিত্তিক সংগঠনগুলো তাদের পণ্য উৎপাদনে আরো উৎসাহিত হয়। এ ধরনের মেলা এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে যা ক্লাস্টারগুলো ভাবমূর্তিকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে।

পীরগাছা'র ইটাকুমারী ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে আয়োজিত আইজিএ মেলার একটি স্টলের দৃশ্য

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

শেকড়

intercooperation

বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন

'আদিবাসী অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাই' এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে নিয়ে সারা বিশ্বের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে দেশের বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলে গত ৯ আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপিত হয়। 'আমাদের সংস্কৃতির মর্যাদা দিতে হবে' 'আমাদের অধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়ন চাই' 'মুজুরিতে বৈষম্য চলবে না' 'সমাজে এক আসনে বসতে দিতে হবে' ইত্যাদি শ্লোগানে আইসি'র বিভিন্ন কর্মএলাকায় সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় এবং ক্লাস্টার ও গ্রাম সংগঠনগুলোর আয়োজনে আদিবাসী ও অআদিবাসী নির্বিশেষে সব শ্রেণীর নারী ও পুরুষেরা নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসটি পালন করে। বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপনের নানা আয়োজনে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলো পরিণত হয় উৎসবমুখর মিলন মেলায়। এ উপলক্ষে আয়োজিত র‌্যালিতে শত শত আদিবাসী নারী ও পুরুষ স্বত:স্ফূর্তভাবে প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন, ব্যানারে সজ্জিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে ডুগি, ঢোল, খমক, করতাল, তীর-ধনুকসহ নানা সাজে সজ্জিত হয়ে গ্রামীণ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও পাড়া প্রদক্ষিণ করে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও নৃত্যগীত সংবলিত আদিবাসীদের নিজস্ব পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তারা আদিবাসীদের মাতৃভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকারের দাবি তুলে ধরেন। দিবসটি পালনকালে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, আদিবাসী নেতা, আদিবাসী এলাকার ধর্মযাজক, ক্লাস্টার প্রতিনিধিসহ স্থানীয় আদিবাসীরা। আলোচনার সময় আদিবাসী নেতারা তাদের অধিকারের কথা, সমাজে অবস্থান, মজুরি ও সংস্কৃতি বিষয়ে কথা বলেন। আলোচনা সভায় আদিবাসীদের অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণসহ ভূমি অধিকারের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতায় উঠে আসে আদিবাসী অধিকার রক্ষায় সর্বস্তরের সচেতনতা ও অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি।

নওগাঁর বদলগাছি এলাকায় আয়োজিত আদিবাসীদের র‌্যালি

নেতৃবৃন্দ। সভায় তারা ক্লাস্টার সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য, হাতের কাজ, মাটির অলঙ্কার ও চুমকির কাজগুলো দেখেন এবং তাদের নিয়ম অনুযায়ী সাধ্যমত বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দেন। যেমন-যুব উন্নয়ন অফিস থেকে ৪০ জন সদস্যের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করার কথা ২% সুদে ঋণ ও সার্টিফিকেট দিতে চেয়েছেন। এছাড়াও আরো বিভিন্ন অফিস থেকে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধার কথা বলেন।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের পূর্ব প্রস্তুতিতে ক্লাস্টারের উদ্যোগ

সুনামগঞ্জের দুর্যোগ কবলিত জামালগঞ্জ উপজেলার বেহেলী ইউনিয়ন-এর বিভিন্ন ক্লাস্টারের লোকজন শক্তি প্রকল্পের সহযোগিতায় দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতির কাজ করছে। দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতির জন্য ইউনিয়নের ৮টি ক্লাস্টারের ২৭টি সিবিওর প্রতি বাড়ি হতে ১ থেকে ৫ কেজি চাল উত্তোলনের মাধ্যমে সংগৃহীত মোট ২,৯৫৬ কেজি চাল বর্তমানে বস্তাবন্দি করে ক্লাস্টার প্রতিনিধির বাড়িতে রাখা হয়েছে। দুর্যোগপ্রবণ হাটিবাসীরা মনে করেন দুর্যোগকালীন সময়ে এনজিও বা সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্যে না পাওয়া গেলেও তারা কিছু সময় পর্যন্ত আহরিত সম্পদ দিয়ে চলতে পারবে। অন্যদিকে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগের অংশ হিসেবে সুনামগঞ্জ শাল্লা ইউনিয়নের সততা ক্লাস্টারে ১৪ সেপ্টেম্বর এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে দুর্যোগ বিষয়ে এলাকার জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু গান পরিবেশন এবং দুর্যোগ বিষয়ক একটি নাটিকা মঞ্চস্থ করা হয়। নাটিকাটিতে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগ চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পারিবারিক সামাজিক ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয় সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

দুর্যোগের প্রস্তুতি হিসেবে চাল সংগ্রহ কার্যক্রম

হতদরিদ্রদের আয় সৃষ্টিতে সংগঠনের উদ্যোগ

ব্রীফ লিফ প্রকল্পের সহায়তায় নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার নাউতারা ইউনিয়নের উত্তর কাঁকড়া ক্লাস্টারের কাফি মাস্টারপাড়া মহিলা সমিতির সদস্যরা সাপ্তাহিক জমাকৃত সঞ্চয়ের টাকা থেকে প্রতি মাসে একটি করে গরু কিনে হতদরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করছে। তারা এ পর্যন্ত গড়ে আট হাজার টাকা করে ৪টি গরু ক্রয় করে ৪ জন হতদরিদ্রকে প্রদান করেছে। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিটি গরুর চিকিৎসার খরচ যোগাবে সমিতি এবং গরু পালনের খরচ যোগাবে হতদরিদ্র ব্যক্তি। পরবর্তীতে গরু বিক্রয়ের লভ্যাংশ সিবিও এবং হতদরিদ্র উভয়েই সমান ভাগে ভাগ পাবে। এতে করে হতদরিদ্রদের আয়ের রাস্তা সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার লাল গোলাপ ইউনিয়নের বিষ্ণুপুর সমাজকল্যাণ সংসদ সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে বর্তমানে ৮টি ছাগল ৫টি গরু ক্রয় করে হত দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করেছে। হতদরিদ্র সদস্যরা এভাবে সুযোগ পেয়ে খুবই খুশি যে তারা আয়ের পথ পেয়েছে বিনা টাকায় এবং সঞ্চয় জমা করতে পাচ্ছে।

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

শেকড়

intercooperation

বাঁশের তৈরি সেমাইয়ের খাঁচার বাজার

স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা উদ্যোগ কর্তৃক বাস্তবায়িত লিফ প্রকল্পের সহযোগিতায় দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার নূরপুর আনন্দ কুটির শিল্প সমিতির সদস্যরা বাঁশের পণ্য তৈরির ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ঈদকে সামনে রেখে শুধু সেমাইয়ের খাঁচা তৈরি শুরু করে। পার্শ্ববর্তী ভাদুড়িয়া, ডুগডুগি, রানীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট ও ওসমানপুর থেকে প্রতিদিন ৮-১০ জন পাইকার সেগুলো ক্রয় করেন। এক সময় যারা শুধু ডালি, কুলা, চারি ও চাটাই তৈরি করে দৈনিক ৮০-১০০ টাকা আয় করতেন এবং মৌসুমের একটি সময় বসে থাকতেন এবার তারা লিফ প্রকল্পের সহায়তায় সহযোগী সংস্থা উদ্যোগ কর্তৃক প্রদত্ত ১০ দিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে মৌসুমকে সামনে রেখে আগে থেকেই শুরু করেন সেমাইয়ের খাঁচা তৈরি কার্যক্রম। ফলে প্রতিজন উৎপাদনকারী দিনে ৬-৭টি খাঁচা তৈরি করে আয় করেছেন ১৫০-১৭০ টাকা পর্যন্ত।

সেমাই বাজারজাতকরণের জন্য তৈরি বাঁশের খাঁচা

বিনামূল্যে কার্প জাতীয় মাছের পোনা বিতরণ

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার জিউপাড়া ইউনিয়নের ৯টি ক্লাস্টারের আওতাধীন গ্রাম সংগঠনগুলো গত ৩০ জুলাই উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন করে। তারা মৌসুমি মৎস্য চাষ বিষয়ে উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তার কাছে তাদের ৪২টি পুকুরে মাছ চাষের ব্যাপারে সহায়তা কামনা করেন। মৎস্য কর্মকর্তা বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখেন এবং পুঠিয়া উপজেলায় পরিচালিত মৎস্য অধিদপ্তরের ডিএসপি প্রকল্পের প্রতিনিধিদের ওই পুকুরগুলোতে মাছের পোনা বিতরণের বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানের জন্য বলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে ডিএসপি প্রকল্পের পক্ষ থেকে গত ২১ আগস্ট ৪২ জন মাছচাষির প্রত্যেককে ১ ইঞ্চি আকারের ১ কেজি করে মাছের পোনা প্রদান করা হয়। পোনাগুলো ধান ক্ষেতে ও মৌসুমি পুকুরে ছাড়া হয় যা থেকে ৪২ জন দরিদ্র ও অতিদরিদ্র উপকারভোগী পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আয় করতে পারবে।

আর্ন্তজাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন

‘সাক্ষরতা ক্ষমতায়ন’ এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে গত ৮ সেপ্টেম্বর আইসির বিভিন্ন কর্মএলাকায় ক্লাস্টার ও গ্রাম সংগঠনের উদ্যোগে উদযাপিত হলো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সমবেত গ্রামীণ সাধারণ মানুষ জানতে পেরেছে কেন সাক্ষরজ্ঞানের প্রয়োজন, সাক্ষর জ্ঞান না থাকলে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়। দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় পিছিয়ে পড়া ও হতদরিদ্র শিশুদের স্কুলগামী করা, বয়স্ক শিক্ষা চালু ও নিরক্ষর জনগণকে স্বাক্ষর করে তোলার ওপর জোর দেয়া হয়। আলোচনা সভায় বক্তারা ২০১৫ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। আলোচনা সভার পাশাপাশি পথ নাটক, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, সুন্দর হাতের লিখা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এসব অনুষ্ঠানে বক্তারা শিশুদের নিয়মিত স্কুলে পাঠানোর জন্য মায়েদের অনুরোধ করেন এবং নারী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে শিক্ষিত মা তৈরির ওপর জোর দেন।

ভাসমান খাঁচায় মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা ইরার মাধ্যমে বাস্তবায়িত লিফ শক্তি প্রকল্পের সহযোগিতায় দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম বীরগাঁও ইউনিয়নের শ্যামনগর গ্রামের ৫টি গ্রাম সংগঠনের ১০০ জন মৎস্যজীবী তাদের সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে যৌথভাবে সুরমা নদীতে খাঁচায় মাছ চাষ শুরু করেছেন। তারা টাইলা গ্রামের ৪টি গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের ডাউকা নদীতে ১০টি ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষের ব্যাপক সফলতা দেখে নিজেরা সুরমা নদীতে মাছ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এসব উদ্যোগী সংগঠন গত ১২ আগস্ট খাঁচায় মাছ অবমুক্তকরণের সময় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার চেয়ারম্যান মো. ফারুক আহমেদ, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আইসি সুনামগঞ্জের কর্মকর্তা ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

ঔষুধি গাছের চাষ এবং বাজারজাতকরণের ওপর কৃষক মাঠ দিবস

ওষুধি গাছ চাষ কার্যক্রমকে আরো ত্বরান্বিত করার জন্য গাইবান্ধা সদর উপজেলার সাহাপাড়া ওষুধি ইউনিয়নের ভবানীপুর ক্লাস্টার দি একমি ল্যাবরেটরিজের সঙ্গে যৌথভাবে ৩৩ শতক জমিতে ওষুধি গাছ অর্শ্বগন্ধার প্রর্দশনী প্লট স্থাপন করে। গত ২৮ জুলাই ক্লাস্টার নেটওয়ার্কের সহযোগিতায় ভবানীপুর ক্লাস্টার এক কৃষক মাঠ দিবসের আয়োজন করে। ইউপি সদস্য মো. বজলুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত মাঠদিবসে আইসি-বগুড়া অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, দি একমি ল্যাবরেটরিজের আঞ্চলিক বিক্রয় ব্যবস্থাপক, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও উদ্যোগ ফাউন্ডেশন এর নির্বাহী পরিচালকসহ ক্লাস্টার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তারা ওষুধি গাছ চাষ ও এর মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ও এই কার্যক্রমকে জেলাব্যাপী সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখায় এর সঙ্গে জড়িতদের ব্যাপক প্রশংসা করেন। সেই সঙ্গে ওষুধি গাছ চাষের ক্ষেত্রে সব ধরণের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন।

ক্লাস্টারের উদ্যোগে রাস্তার ধারে সামাজিক বনায়ন

নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার ১ নং জোয়াড়ী ইউনিয়নের কুমরুল ক্লাস্টারের উদ্যোগে সামাজিক বনায়নের অংশ হিসেবে গ্রামের ২.৫ কি.মি. রাস্তার উভয় পাশে ফলের চারা রোপণ করা হয়েছে। ক্লাস্টার কর্তৃক কমিটি গঠন করে বনবিভাগের কাছে রাস্তায় বনায়নের আবেদনের প্রেক্ষিতে বনবিভাগ ও কুমরুল ক্লাস্টারের মধ্যে ৫ কি.মি. রাস্তায় জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সামাজিক বনায়নের জন্য চুক্তি হয়। চুক্তিনামা অনুযায়ী ২.৫ কি.মি. রাস্তার উভয় পাশে কলম করা ৫০০টি উন্নত জাতের বিভিন্ন আমের চারা রোপণ করা হয়। আশা করা যাচ্ছে আগামী ৫ বছরের মধ্যে প্রতিটি গাছ পূর্ণমাত্রায় ফল দিতে শুরু করবে যা থেকে উপকারভোগীর ৫৫% অংশ থেকে ক্লাস্টারের সদস্যদের প্রতিবছর ১,৬৫,০০০ টাকা আয় হবে।

গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবায় উদ্যোগ

গ্রামীণ দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে গত ১৪ সেপ্টেম্বর নওগাঁর মৌসুমী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মকমলপুর গ্রাম উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে এক সমঝোতা চুক্তি সম্পন্ন হয়। চুক্তি অনুযায়ী মৌসুমী স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে মাসে দুইদিন একজন ডাক্তার মকমলপুরে উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করবেন। মৌসুমী থেকে সংগৃহকৃত ৫০ টাকা মূল্যের একটি পারিবারিক স্বাস্থ্যকার্ডের বিনিময়ে পরিবারপ্রতি পাঁচজন সদস্য প্রতিমাসে স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারবে। প্রতিটি কার্ড ইস্যুর জন্য মৌসুমী স্বাস্থ্যকেন্দ্র পাবে ২৪ টাকা এবং গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা পাবে ২৬ টাকা। এছাড়া অতিদরিদ্র সদস্যদের বিনামূল্যে কার্ডের ব্যবস্থা করবে গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা। এই চুক্তি মকমলপুর গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবায় যেমন অবদান রাখবে তেমনি গ্রাম সংগঠনকে শক্তিশালী করতে সহায়ক হবে।

ক্লাস্টারের উদ্যোগে স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন

গত ৯ সেপ্টেম্বর সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুকুর ইউনিয়নের অসুরখাই ক্লাস্টারের উদ্যোগে স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা কাম টু ওয়ার্ক-এর সহায়তায় এবং লিফ প্রকল্প ও সূর্যের হাসি ক্লিনিকের মাধ্যমে বিনামূল্যের এক স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ওই স্বাস্থ্য ক্যাম্পে একজন এমবিবিএস ও ২ জন প্যারামেডিক ডাক্তার অসুরখাই, মুচিরহাট ও

স্বাস্থ্যক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা প্রদানের দৃশ্য

তিনপাই ক্লাস্টারের মোট ২৭৬ জন দরিদ্র ও হতদরিদ্রকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পে সূর্যের হাসি ক্লিনিকের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি গর্ভবতী মায়ের জন্য ৫০ টাকা মূল্যের একটি স্বাস্থ্যসেবা কার্ড প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই কার্ডধারীদের সূর্যের হাসি ক্লিনিক প্রতিমাসে একবার চেকআপ করবে এবং প্রসবকালীন চিকিৎসা ব্যয় সাশ্রয়সহ প্রসব-পরবর্তী এক বছর পর্যন্ত মা ও বাচ্চা বিনামূল্যে এই সেবা উপভোগ করতে পারবে।

শতভাগ স্যানিটেশনের আওতায় উজান যাত্রাপুর

সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার বাহাড়া ইউনিয়নের উজান যাত্রাপুর গ্রামের প্রতিটি পরিবার এখন স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করছে। লিফ প্রকল্পের স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগী আরডব্লিউডিও-এর সহায়তায় গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে স্যানিটেশন বিষয়ক আলোচনা সভা ও র‍্যালি আয়োজনের মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নেয়। তারা বিদ্যমান স্যানিটেশন অবস্থার উন্নয়নে ইউপিতে এবং জনস্বাস্থ্য অফিসে যোগাযোগের মাধ্যমে ল্যাট্রিন তৈরির জন্য রিং স্লাব সংগ্রহ করে তা ১৫ জন দরিদ্র ও অতিদরিদ্রের বাড়িতে বসায়। পরবর্তীতে ব্র্যাক এবং আরডব্লিউডিও–লিফ অফিসে যোগাযোগ করে আরো কিছু রিং স্লাব সংগ্রহ করে। বাকি পরিবারগুলো নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী রিং স্লাব কিনে এনে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি করে তা ব্যবহার করছে। বর্তমানে তাদের গ্রামে আর কোন ঝুলন্ত পায়খানা নেই।

মাটি পরীক্ষার সুফল

দিনাজপুরের খানসামা উপজেলার ভাবকী ইউনিয়নের গুলিয়ারা গ্রামের কৃষক ও সিবিওর সদস্যরা জমিতে নিজেদের ধারনামত সার প্রয়োগ করেও আশানুরূপ ফলন না পাওয়ায় সর্বদাই চিন্তিত থাকতেন। বিষয়টি সংগঠনের সদস্যরা বার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে। তারা স্থানীয় সেবাদানকারী শৈলেনের সহায়তায় সংগঠনের ১৮ জন ও কমিউনিটির ৩২ জন কৃষক তাদের জমির মাটি দিনাজপুর মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা করান। পরীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী তারা জমিতে সার প্রয়োগ করেন। এতে শতকপ্রতি ফলন ৫ থেকে ১০ কেজি পর্যন্ত বেশি হওয়ার পাশাপাশি খরচ আগের তুলনায় ৫০-৭০ টাকা কম হয়েছে। মাটি পরীক্ষা করে সার প্রয়োগের ফলে ফলন বেশি পাওয়ায় এবং খরচ কম হওয়ায় অত্র এলাকার কৃষকদের মাঝে মাটি পরীক্ষা করে জমিতে সার প্রয়োগের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সংগঠনের উদ্যোগে রাস্তার ধারে বাসকের চারা রোপণ

নওগাঁ সদর উপজেলার বর্ষাইল ইউনিয়নের পাথরঘাটা ক্লাস্টারের পাথরঘাটা আইপিএম ক্লাবের উদ্যোগে ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় ১ কি. মি. রাস্তার দুই ধারে ৩০০০ বাসকের কাটিং লাগানো হয়েছে। এই কার্যক্রমের সঙ্গে তিনজন অতিদরিদ্র সদস্য জড়িত আছে যারা বাসকের পাতা উত্তোলন করবে এবং এই পাতা বিক্রির লভ্যাংশের একটি অংশ তারা পাবে।

হতদরিদ্রদের মাঝে ঈদবস্ত্র বিতরণ

গত ১৭ সেপ্টেম্বর পিসিডি লিফ ও শক্তি প্রকল্পের কর্ম এলাকার দাশুড়িয়া ক্লাস্টার নেটওয়ার্কের উদ্যোগে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র সদস্যদের মাঝে ঈদের খুশি ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ঈদবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

ক্লাস্টারের উদ্যোগে বয়স্ক শিক্ষা স্কুল

গত ৮ সেপ্টেম্বর লিফ, শক্তি ও শরিক প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে ইরা-লিফ প্রকল্পের সহযোগিতায় সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার ভাটিপাড়া ইউনিয়নের ভাটিপাড়া গ্রামের পাবদা ক্লাস্টারের আয়োজনে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপনকালে ১৫ জন বয়স্ক নিরক্ষর মানুষ বিভিন্ন আলোচনা শুনে লেখাপড়া শিখতে আগ্রহী হয়। ক্লাস্টার কমিটি বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের তালিকা তৈরি করে। সভায় উপস্থিত গ্রামের একজন উদ্যমী, সচেতন ও শিক্ষিত যুবক মো. সৈদুর রহমান তালুকদার সেচ্ছাসেবক হিসেবে বয়স্ক স্কুলে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। এই অবস্থায় ক্লাস্টারের পক্ষ থেকে ১টি হারিকেন, ১৫টি খাতা ও ১৫টি কলম দিয়ে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে সহযোগিতা দেয়া হয়। ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ১টি ব্ল্যাকবোর্ড প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

মৎস্য সপ্তাহ-২০০৯ উদ্‌যাপন

'প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষ, দিন বদলের সুবাতাস'- এই প্রতিপাদ্য বিষয় সামনে রেখে গত ৩০ জুলাই মৎস্য অধিদপ্তরের সঙ্গে রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার জিউপাড়া ইউনিয়নের ৯টি ক্লাস্টারের ২৯টি সংগঠন যৌথভাবে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন করে। এ উপলক্ষে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও পোস্টারিং করা হয়। উপজেলা মিলনায়তনে আলোচনা সভায় সংগঠনের সদস্য এবং মাছ চাষিরা তাদের এলাকার নিম্নাঞ্চলগুলোতে পরিকল্পিতভাবে মাছ চাষের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। পুঠিয়া মৎস্য অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ মাছচাষিদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। অন্যদিকে শাল্লা উপজেলায় মৎস্য অধিদপ্তর এবং স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা আরডব্লিউডিও-এর আয়োজনে ও শক্তি প্রকল্পের সহযোগিতায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০০৯ উদযাপন সভায় বক্তারা কারেন্ট জালে মাছ ধরার কুফল, ডিমওয়ালা মাছ ধরার কুফল, পুষ্টি ঘাটতি মেটাতে মাছের ভূমিকা, বিল ও জলাশয় শুকিয়ে ফেলার প্রভাবসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। সিবিও ক্লাস্টার প্রতিনিধিরা মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা মৎস্য চাষীদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। আবার গত ১ জুলাই চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে ১৩টি সিবিওর উদ্যোগে স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা তৃণমূল কর্তৃক বাস্তবায়িত লিফ ও শক্তি প্রকল্পের সহায়তায় বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় উপস্থিত মৎস্যচাষিরা ক্যারেন্ট জালের ব্যবহার বন্ধ, খেয়া জাল ব্যবহার বন্ধ, খাস জলাশয় ও পুকুর লিজ প্রাপ্তিতে জেলেদের অগ্রাধিকারসহ বিভিন্ন দাবী জানান। বক্তারা জেলেদের খাঁচায় মাছ চাষের প্রশংসা করেন এবং তাদের প্রাকৃতিক মাছের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে খাঁচায় মাছ চাষ পদ্ধতিতে ফিরে আশার পরামর্শ দেন এবং খাস জলাশয় ও পুকুর লিজ পাওয়ার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তার কথা ব্যক্ত করেন।

মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে পুকুরে মাছের পোনা ছাড়া হচ্ছে

বাল্যবিবাহ যৌতুক ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ গণসমাবেশ

'কুড়িতে বুড়ি নয়, যৌতুক ছাড়া বিয়ে চাই, কাবিন ছাড়া বিয়ে নাই', 'যৌতুক নেয় যারা সমাজকে কলুষিত করে তারা', 'যৌতুক হলো অভিশাপ যৌতুক নেওয়া বড় পাপ' ইত্যাদি শ্লোগানে মুখরিত সমাবেশ ও আলোচনার মাধ্যমে গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে আইসির বিভিন্ন কর্মএলাকায় যৌতুক, বাল্য বিবাহ ও নারী নির্যাতন বিরোধী নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি, আলোচনা সভা, পোস্টারিং, ব্যানার, প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন এবং বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন বিষয়ে মঞ্চ নাটক প্রদর্শন। র‍্যালিতে গ্রামের শিশু কিশোর থেকে শুরু করে আবাল বৃদ্ধ-বণিতাসহ গ্রামের শত শত নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে। র‍্যালি শেষে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপজেলা এবং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, ইমাম, নারী বান্ধবী, বিভিন্ন ক্লাস্টারের প্রতিনিধিসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা যৌতুকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ও সামাজিক বিধানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং যৌতুকের অভিশাপমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য সবার সমন্বিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আলোচনা সভায় পরিবার ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারীর অধিকার সংরক্ষণ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ বন্ধ করা নারীদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতায় ওঠে আসে সর্বক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়টি। আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোতে নারী বান্ধবীরা নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও বহুবিবাহ রোধের জন্য আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিছু কিছু এলাকায় বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন বিরোধী শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া উপস্থিত গ্রাম সংগঠনের সদস্যবৃন্দ, কমিউনিটির জনগণ যৌতুক নেওয়া ও দেওয়া বন্ধ করতে এবং মেয়েদের বাল্যকালে বিয়ে না দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। আলোচনা শেষে স্থানীয় শিল্পী গোষ্ঠীর পরিবেশনায় নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রতিরোধে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক প্রদর্শনের মাধ্যমে গণসচেতনতা বাড়ানো চেষ্টা করা হয়।

যৌতুক, নারী নির্যাতন বিরোধী সমাবেশ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি

সার্ভিস প্রোভাইডার সংবাদ

এসপিএ, প্রাইভেট সেক্টর ও লাইন এজেন্সির মধ্যে মতবিনিময় সভা

গত ২৩ আগস্ট স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা ইরার সহযোগিতায় সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলায় সেবাদানকারী সমিতি, বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে সেবা উন্নয়নমূলক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিরাই এসপিএ-এর সভাপতি মো. মহিবুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মো. গোলাপ মিয়া। সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পশুসম্পদ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, সমাজসেবা কর্মকর্তা, একমি ল্যাবরেটরিজ লি. এর প্রতিনিধি সিনজেনটা বাংলাদেশ লি. এর স্থানীয় ডিলার, দিরাই পোল্ট্রি ফার্মেসি-এর প্রতিনিধিবৃন্দ। সভায় সেবাদানকারী সমিতির সদস্যদের পরিচিতি, কর্মএলাকা, সেবার ধরন, পদ্ধতি ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। সভায় স্থানীয় সেবাদানকারীদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

আদর্শ পশুসম্পদ গ্রাম উন্নয়নের কাজ শুরু

গত ৩১ আগস্ট স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা সচেতন এর উদ্যোগে রাজশাহীর চারঘাট উপজেলা স্থানীয় সেবাদানকারী সংগঠন ও পশু সম্পদ দপ্তরের অংশগ্রহণে হলিদাগাছী গ্রামে 'মডেল পশুসম্পদ গ্রাম উন্নয়ন' বিষয়ক আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মডেল পশুসম্পদ গ্রাম উন্নয়নের উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং এ লক্ষ্যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় পশুপাখি অনুযায়ী দল গঠন, হেলথ কার্ড প্রদান, নিয়মিত ভ্যাকসিন প্রদান, উন্নতজাত সংযোজন, আধুনিক প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ, উন্নত ঘাসের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, পশুপাখির উন্নত বাসস্থান, মিনি খামার স্থাপন, স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান, অতিদরিদ্রদের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সহায়তা, এলএসপির নিয়মিত যোগাযোগ, পশুসম্পদ অফিস কর্তৃক কমপক্ষে মাসে একদিন পরিদর্শন, সচেতনতামূলক লিফলেট পোস্টার সরবরাহ ইত্যাদি সুপারিশ করা হয়। সভা শেষে চারঘাট উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মাঝে গরু মোটাতাজাকরণের ইউএমএস তৈরির পদ্ধতি হাতেকলমে শেখান। উল্লেখ্য এর আগে পশুসম্পদ দপ্তর ও চারঘাট এসপিএ যৌথভাবে পশুসম্পদ মডেল গ্রাম স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রাথমিক জরিপ শেষে হলিদাগাছী গ্রামকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করে। ইতোমধ্যে ওই গ্রামে চারঘাট এসপিএ ২০০টি উন্নত জাতের খাকি হাঁস এবং ২টি ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের পাঁঠা সরবরাহ করেছে।

আলোচনা ও মত বিনিময় সভার দৃশ্য

এসপিএ'র সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হলো হারবাল মিউজিয়াম

জয়পুরহাট সদর ও পাঁচবিবি উপজেলার পুরানাপৈল ও বালিঘাটা ইউনিয়নের পারবাট্টা ও পাটাবুকা ক্লাস্টারে এসপিএর সহযোগিতায় দুটি হারবাল মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কমিউনিটি পর্যায়ে এ ধরনের হারবাল মিউজিয়াম স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো কমিউনিটির সাধারণ মানুষ বিশেষ করে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কাজে লাগে এমন সব ঔষধি গাছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। মিউজিয়ামে কালোমেঘ, ত্রিফলা, তুলসী, ভুঁইকুমড়া, হস্তিকর্ণপলাশ, ঘৃতকাঞ্চন, সর্পগন্ধা, ঈশ্বরমূল, তালমূল, ব্রাহ্মী, যষ্ঠীমধু, বাসক, শতমূল, ওলটকম্বল ইত্যাদি বিভিন্ন প্রজাতির চারা ও গাছ সংরক্ষণ করা হয়েছে।

গরু মোটাতাজাকরণে চুক্তিভিত্তিক প্যাকেজ সার্ভিস প্রদানে পশুসম্পদ এলএসপি

দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলার খয়েরবাড়ী গ্রামের মো. মিন্টু রহমান একজন দক্ষ ও উদ্যোমী পশুসম্পদ বিষয়ক স্থানীয় সেবাদানকারী। স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা কাম টু ওয়ার্ক শক্তি প্রকল্পের এবং পশুসম্পদ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগলের ভ্যাকসিন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে ১০ দিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রথমে ক্যাম্পেইনিংয়ের মাধ্যমে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগলের ভ্যাকসিন প্রদানের কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে কাম টু ওয়ার্ক কর্তৃক বাস্তবায়িত শক্তি প্রকল্পের সহযোগিতায় ছাগল ও গরু পালন বিষয়ক আরো ২টি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। গরু মোটাতাজাকরণের ওপর

গরুকে ভ্যাকসিন দিচ্ছেন এলএসপি মিন্টু

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর প্রথমে ৪টি গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প হাতে নেন এবং সফলতার সঙ্গে তা বাস্তবায়ন করেন। বর্তমানে তিনি গরুর মালিকদের সাথে গরুপ্রতি ১ হাজার টাকা হিসেবে মৌখিক চুক্তিতে ১০টি গরু মোটাতাজাকরণের প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। এ প্যাকেজের আওতায় সেবাদানকারী হিসেবে তিনি গরু কেনা থেকে শুরু করে বিক্রি পর্যন্ত বাসস্থান, খাদ্য, ভ্যাকসিন, ওষুধ ও প্রাথমিক চিকিৎসাসহ যাবতীয় সেবা ও পরামর্শ দিবেন। স্থানীয় সেবাদানকারী মিন্টু আশা করছেন এই প্রকল্প থেকে তিন মাস পর তার ৫০০০ থেকে ৬০০০ টাকা আয় হবে। সেবার গুণগতমান ভাল হওয়ার কারণে এলাকায় এবং উপজেলা পশুসম্পদ অফিসে তিনি ইতোমধ্যেই দক্ষ স্থানীয় সেবাদানকারী ও পল্লী পশু চিকিৎসক হিসাবে পরিচিতি পেয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও বিভিন্ন ভেটেরিনারি ঔষধ কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তিনি নিজের দক্ষতা ও সেবার মান উন্নয়ন করে চলেছেন। ভবিষ্যতে তিনি তার এই কাজকে সার্বক্ষণিক পেশা হিসেবে নিয়ে এলাকায় একজন বিশ্বস্ত দক্ষ পশুসম্পদ স্থানীয় সেবাদানকারী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য সর্বদা নিষ্ঠার সঙ্গে সেবাদান করে চলেছেন।

এসপিএ'র মাধ্যমে রাস্তার পাশে বাসক চাষের সাফল্য

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ সেবদানকারী সমিতি নলকা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ৮.৫ কি.মি. রাস্তার ধার লিজ নিয়ে ০.৫ কি.মি. অংশে আয়মূলক কাজ হিসেবে রাস্তার দুই পাশে মোট ১২০০ বাসক কাটিং রোপণ করে। বাসক গাছগুলো বড় হলে শুকনা বাসক পাতা একমি ওষুধ কোম্পানির কাছে বিক্রয় করে লাভবান হয়। এতে উৎসাহিত হয়ে মোট ৫ জন এলএসপি ও ২ জন ঔষুধি গাছের উৎপাদনকারী আরো ১ কি.মি. রাস্তার পাশে ২৫০০ বাসক কাটিং রোপণ করেছে। তারা আশা করছেন ২০১০ সাল নাগাদ ১৫০০ কেজি বাসক পাতা বিক্রি করে ৪৫ হাজার টাকা আয় করতে সক্ষম হবে।

বৃক্ষমেলা-০৯ এ সেবাদানকারী সংগঠনের অংশগ্রহণ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বনবিভাগ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে গত ১৫ হতে ২১ জুলাই পযন্ত ৭ দিন ব্যাপী এক বৃক্ষ মেলায় তৃণমূল শক্তি প্রকল্পের সহযোগিতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ সেবাদানকারী সংগঠন মেলায় অংশগ্রহণ করে। মেলা উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক। মেলায় সেবাদানকারী সংগঠনের স্টলটি দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে। অন্যদিকে গত ১৭ থেকে ১৯ আগস্ট রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ফলদ ও বনজ বৃক্ষ মেলায় স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা সচেতন-এর সহযোগিতায় দুর্গাপুর উপজেলা স্থানীয় সেবাদানকারী সংগঠন স্টল বরাদ্দ নেয়। মেলায় দূর্গাপুর বহুমুখী সেবাদানকারী সংগঠন প্রথম পুরস্কার পায়। এসব মেলায় সেবাদানকারী সংগঠন তাদের সংগঠনের পরিচিতির লক্ষ্যে নিজেদের স্টলে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম প্রদর্শন ও তার ব্যবহার দর্শনার্থীর সামনে তুলে ধরেন করেন। এসব মেলায় এলএসপিরা গ্রাম পর্যায়ে কৃষকদের প্রদত্ত সেবার বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন আদর্শ বসতবাড়ি, কীটপতঙ্গ দমনে সেক্স ফেরোমন ট্র্যাপের ব্যবহার, ওষুধি গাছের বাগান ব্যবস্থাপনা, মিশ্র ফল বাগান তৈরি ও ব্যবস্থাপনা, কাঠ গাছের বাগান, ঝাউ শিম, বারমাসী আমের চারার প্রদর্শনী, বিভিন্ন অফিসের সঙ্গে এলএসপিদের সংযোগ স্থাপনের চিত্র, বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, জৈব কীটনাশক তৈরির পদ্ধতি, নার্সারির চিত্র, রাস্তার ধারে পুকুর পাড়ে বনায়ন এবং কৃষি বনায়ন বিষয়ক বিভিন্ন পোস্টার লিফলেট প্রদর্শনে বিশেষভাবে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চাপাই নবাবগঞ্জে আয়োজিত বৃক্ষ মেলায় এসপিএ'র স্টলে আগত দর্শনাথী

সফল যারা কেমন তারা

জয়নবের মুখে এখন আনন্দের হাসি

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার কালিবাড়ী ক্লাস্টারের মহিলা সমিতির সদস্য জয়নব বেগম। স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা এনডিপির মাধ্যমে বাস্তবায়িত লিফ প্রকল্পের সহায়তায় জয়নব নারী বান্ধবী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া ধারণাগুলো নিয়ে এলাকার নারী-পুরুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং নারী ও শিশুদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সহযোগিতা ও পরামর্শ দেন। জয়নব শাক-সবজি চাষ ও রোগবালাই দমন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি জয়নব লিফ প্রকল্পের সহায়তায় পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে মুরগির খামার তৈরিতে হাত দেন। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পার্শ্ববর্তী ক্লাস্টারে মুরগির খামার পরিদর্শন করেন। এরপর জয়নব গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে খামারের জন্য ৮/১৫ হাতবিশিষ্ট একটি মুরগি পালনের ঘর নির্মাণ করেন। প্রাথমিকভাবে ২০০টি মুরগি পালন করে ৪০ দিন পর বিক্রি করে খরচ বাদে ৪০০০ টাকা লাভ করেন। পরবর্তীতে আরও বড় টিনের ঘর নির্মাণ করে ২০০০টি মুরগির বাচচা পালন শুরু করেন। জয়নব বেগমের সফলতা দেখে ক্লাস্টারের আরও ২ জন সদস্য

খামারে মুরগির পরিচর্যা করছেন জয়নব বেগম

ইতিমধ্যেই মুরগির খামার করেছে। জয়নব তাদের খামারে বিভিন্ন পরামর্শ ও ভ্যাকসিন দিতে সহযোগিতা করছেন। বর্তমানে পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আয় বেড়েছে, সংসারের অভাব কমেছে। জয়নব এখন সব কাজে স্বামীর পাশাপাশি সিদ্ধান্ত ও মতামত দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। জয়নব তার উপার্জিত টাকা দিয়ে ছেলেদের লেখাপড়ার খরচ চালাচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে সঞ্চয় করছেন ও ঋণের কিস্তি পরিশোধ করছেন।

ছাগল ও গাভী পালন এবং গরু মোটাতাজাকরণ করে ভাগ্য ফিরিয়েছেন তহমিনা বেগম

রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের কানপাড়া গ্রামের কানপাড়া মালঞ্চী মহিলা সমিতির সভানেত্রী তহমিনা বেগম। লিফ প্রকল্পের স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা সচেতন-এর সহযোগিতায় তহমিনা বেগমসহ সমিতির ৮ জন দরিদ্র নারী সদস্যকে দুর্গাপুর উপজেলার দেলুয়াবাড়ী ইউনিয়নের আমগ্রাম কাস্টারে উন্নত পদ্ধতিতে ছাগল, গরু মোটাতাজাকরণ ও গাভী পালন কার্যক্রম পরিদর্শনে পাঠানো হয়। এ সফরের শিক্ষা কাজে লাগানোর জন্য তহমিনা বেগম সঞ্চিত ৩৪০০ টাকা, হাঁস মুরগি বিক্রি থেকে ২৮০০ টাকা ও সমিতি থেকে ঋণ নেয়া ৮০০০ টাকা থেকে ৩৮০০ টাকা দিয়ে দেশী ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ২টি ছাগল ও বাকি ১০৪০০ টাকা দিয়ে একটি গাভী কেনেন। চার মাস পর ছাগল থেকে ২টি বাচ্চা হয় এবং সাত মাস পর গাভীটিও বাচ্চা দেয়। গাভী থেকে পাওয়া দৈনিক ৪ লিটার করে দুধ ৩০-৩২ টাকা লিটার দরে বিক্রি করে তা দিয়ে নিয়মিত সমিতির ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে থাকেন। এতে তার আস্থা বেড়ে যায়। এরপর তিনি শক্তি প্রকল্পের সহায়তায় উপজেলা পশুসম্পদ অফিস থেকে ৩ দিনের গরু মোটাতাজাকরণ ও গাভী পালনের ওপর প্রশিক্ষণ পান। তহমিনা পুনরায় সমিতি থেকে ১৫ হাজার টাকা ঋণ নেন। এরপর চারটি ছাগল বিক্রির ১৭ হাজার টাকা এবং দুধ বিক্রি থেকে জমানো ৪৫০০ টাকাসহ মোট ৩৬ হাজার টাকা দিয়ে ২টি গরু ক্রয় করেন। ৭৮০০ টাকা খরচ করে চার মাস লালন পালনের পর গরু দুটি বিক্রি করেন ৫০ হাজার টাকায়। বর্তমানে তার খামারে ২টি বড় গরু ২টি গাভী এবং ৪টি ছাগল রয়েছে। একসময়ের দরিদ্র তহমিনা পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবনের সব প্রতিকূলতাকে জয় করে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী হয়েছেন।

সবজি চাষে অতিদরিদ্র নগেন্দ্রের সাফল্য

সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার বাহাড়া ইউনিয়নের উজান যাত্রাপুর উন্নয়ন সমিতির সদস্য নগেন্দ্র চন্দ্র দাস। বিয়ে করার পর বাবা মা তাকে আলাদা করে দেন। ভাগে পান এক টুকরো ঘর আর একটি ডিঙ্গি নৌকা। দিশেহারা হয়ে পড়েন নগেন্দ্র। ২,০০০ টাকায় নৌকাটি বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে মুদি দোকান দেন। পাশাপাশি লিফ প্রকল্পের পরামর্শে স্ত্রীর সহায়তায় বসতবাড়ির পাশে সবজি চাষ শুরু করেন। প্রথমবারেই খাওয়া বাদে সবজি বিক্রি করে ১৫০০ টাকা আয় করেন। পরের বছর পাশের বাড়ির ১৫ শতক জমি ১০০০ টাকায় এক বছরের জন্য লিজ নিয়ে সেখানে সবজি চাষ শুরু করেন। স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা আরডব্লিউডিও থেকে ৩,০০০ টাকা বিনাসুদে ঋণ নিয়ে বাড়ির দোকান বড় করার পাশাপাশি জমিতে মিষ্টি লাউ, বেগুন ও কাঁচা মরিচ চাষ করেন। ভাল ফলন হওয়ায় এসব সবজি বিক্রি করে আয় হয় ৭৫০০ টাকা। পাশাপাশি বাকিতে বিক্রীত দোকানের পণ্যসামগ্রীর মূল্য হিসেবে মৌসুমের সময়ে প্রাপ্ত ৩০ মণ ধান থেকে ১৫ মণ বিক্রি করেন ১০,০০০ টাকায়। মোট ১৭,৫০০ টাকা থেকে তিনি ৮,০০০ টাকা খরচ করে এ বছর ঘর বড় করেছেন। বাকি ৯,৫০০ টাকা দিয়ে অতিরিক্ত মাল তুলেছেন দোকানে। এখন নগেন্দ্রের অভাব অনেকটা কমে গেছে।

সবজি বাগানের পরিচর্যা করছেন নগেন্দ্র

নারী

নারী বান্ধবীর প্রচেষ্টায় যৌতুকবিহীন বিয়ে

রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার দামোদরপুর ইউনিয়নের নারীমৈত্রী সংস্থার সভানেত্রী নারী বান্ধবী আঞ্জুমান আরা বেগমের প্রচেষ্টায় তার নিজ গ্রামের লিতুনজিরা পারভীনের যৌতুকবিহীন বিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছে। স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা কাম টু ওয়ার্ক-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে লিফ নারী বান্ধবী প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, স্বামী শশুর, শাশুড়ির সঙ্গে দ্বন্দ্ব নিরসন, যৌতুকবিহীন বিবাহ, নারীদের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা সহায়তাসহ বিভিন্ন আয়মূলক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন। স্নাতক শ্রেণীর দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যায়নরত লিতুনজিরার বিয়ের সম্মন্ধ যৌতুকের দাবীর কারণে ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হলে নারী বান্ধবী আঞ্জুমান আরা প্রথমে ছেলের অভিভাবক, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুদের সঙ্গে যৌতুকের সুফল কুফল নিয়ে আলোচনা করে ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে তিনি ছেলেকে যৌতুকের সুফল, কুফল, ধর্মীয় এবং আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে বুঝানোর চেষ্টা করে যৌতুকবিহীন বিয়ে করাতে রাজি করান। এই অবস্থায় মেয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে বিয়ের যাবতীয় কাজ সুসম্পন্নভাবে করার জন্য আঞ্জুমান আরাকে সার্বিক দায়িত্ব দেয়া হয়। নারী বান্ধবী যথারীতি গ্রামের সবার সঙ্গে আলাপ আলোচনা সাপেক্ষে কাজটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে শেষ করেন। এভাবে গত ২৬ জুলাই শুভ বিবাহের কাজ সম্পন্ন হয়। বর্তমানে নতুন দম্পতি সুন্দরভাবে জীবনযাপন করছেন।

বাজার ও বাজারজাতকরণ

অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ক্লাস্টারের লিংকেজ

পাবনা সদর উপজেলার দাপুনিয়া, মালিগাছা ও মালঞ্চি এই ৩টি ইউনিয়নের ৮৫টি সংগঠন ২২টি ক্লাস্টারের মাধ্যমে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা পিসিডি-এর সহায়তায় তাদের চলমান আয়মূলক ক্ষুদ্র ও ছোট ব্যবসার প্রসার ঘটিয়ে চলেছে। এই কাজে তাদের অর্থের প্রয়োজন পড়ায় তারা বিভিন্ন ব্যাংক, এনজিও এবং অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে দীর্ঘমেয়াদি বা মৌসুমভিত্তিক ঋণের জন্য আবেদন করে। তারা এসব অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মশালার মাধ্যমে এমএসই প্লান তুলে ধরে এবং তারা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের এমএসইগুলো পরিদর্শন করায়। এই উদ্যোগে সাড়া দিয়ে বিআরডিবি, যুব উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ব্যাংক, আইএফআইসি ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা, গ্রামীণ ব্যাংক, বাঁচতে চাই, সমাজ উন্নয়ন সমিতি, ওয়াইডাবলুসিএ ইত্যাদির ম্যানেজার এবং কর্মকর্তারা কর্মশালা ও মাঠ পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করেন। এরই ফলস্বরূপ যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ৫টি সিবিওতে ৫০ জনকে প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেককে স্বল্পসুদে ১৫০০০ টাকা ঋণ দিতে রাজি হন। কর্মসংস্থান ব্যাংক গরু পালনের জন্য ১ বছর মেয়াদী ঋণ দিতে রাজি হয়। অন্যান্য ব্যাংক ও এনজিও কর্মকর্তারা তাদের নিজ নিজ অফিসের নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্ভাব্য সব সুযোগ-সুবিধা দেয়ার আশ্বাস দেন।

ঋণের সুযোগ সৃষ্টি করতে ঋণ প্রদানকারী সংস্থা ও ক্লাস্টার প্লাটফরমের মধ্যে মতবিনিময় কর্মশালা

স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা ইরা'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত লিফ, শক্তি প্রকল্পের সহযোগিতায় ঋণ প্রদানকারী সংস্থা ও ক্লাস্টার প্লাটফরমগুলোর মধ্যে গত ২৪ আগস্ট দিরাই এবং ৭ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় পৃথক দুটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সভায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের স্থানীয় শাখার ব্যবস্থাপক, উপজেলা সমাজসেবা, কৃষি সম্প্রসারণ ও পশুসম্পদ কর্মকর্তা, এবং আশা, ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ক্লাস্টার ও মাঝারি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা তাদের আয়মূলক কাজ, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও এলাকার সম্ভাবনাকে তুলে ধরেন। মুক্ত আলোচনায় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা একে একে প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রদানের ধরন, সুদের হার সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তাছাড়া অতিথিরা তাদের বক্তব্যে প্রতিষ্ঠানের আরও অন্যান্য সুযোগ তুলে ধরেন। তারা মাঝারি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং আয়মূলক কাজগুলো একে একে পরিদর্শন করে ঋণ প্রদানের আশ্বাস দেন।

আয়োজিত কর্মশালার দৃশ্য

মোবাইল ম্যানেজারের সহযোগিতায় উচ্চমূল্যে মুরগি বিক্রয়

বগুড়া সদর উপজেলার লাহীড়িপাড়া ইউনিয়নের মধুমাঝিড়া গোলাবাড়ী ক্লাস্টারভুক্ত ৬টি ফার্মের মালিকেরা বিগত দুই বছর ধরে সোনালি মুরগি পালন ও তা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে আসছেন। স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা উদ্যোগ এর মাধ্যমে লিফ প্রকল্পের সহায়তায় ব্যবসা পরিচালনা ও বাজার সম্পর্কে ধারনা পেয়ে থাকলেও তারা তাদের ব্যবসার বিস্তৃতি ঘটায় স্থানীয় মহাস্থান ও বগুড়া সদর বাজার পর্যন্ত। পরবর্তীতে তারা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য একজন মোবাইল ম্যানেজার নিয়োগ দেন। মোবাইল ম্যানেজার দূরবর্তী ও লাভজনক বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সচেষ্ট হন। এরই অংশ হিসেবে ঢাকার একজন পাইকারের সঙ্গে সংযোগ করে খামার থেকে ট্রাকে করে সোনালি জাতের মুরগি প্রতি কেজি ১২৮ টাকা দরে ৪৬০০ কেজি মুরগি বিক্রি করেন, যা স্থানীয় বাজার মূল্যের চেয়ে কেজি প্রতি ৮ টাকা বেশি। ফলে খামারিরা মোট ৩৬,৮০০ টাকা বেশি আয় করেন।

উচ্চমূল্যে মুরগি বিক্রয়ে সহযোগিতা করছেন মোবাইল ম্যানেজার

সবজি উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক মতবিনিময় কর্মশালা

স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা তৃণমূল ও আইসি শক্তি প্রকল্পের সহায়তায় ক্লাস্টারগুলোর উদ্যোগে গত ১২ আগস্ট শিবগঞ্জ উপজেলার এনসিডিপি প্রশিক্ষণ কক্ষে শাকসবজি উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক মতবিনিময় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, আইসি লিফ ও শক্তি প্রকল্প রাজশাহী অঞ্চলের কর্মকর্তা, সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানির প্রতিনিধি এবং সবজি উৎপাদনকারী ও সবজি ব্যবসায়ীরা। কর্মশালায় সবজি চাষীরা সবজি উৎপাদন করতে গিয়ে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা তুলে ধরেন এবং বাজারজাতকরণের সময় কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে তাও তুলে ধরেন। এসব সমস্যা সমাধানে করণীয় বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিনিধিরা। আলোচনা শেষে স্থায়ী সমস্যা সমাধানে সবজি চাষি, ব্যবসায়ী, কোম্পানির প্রতিনিধিবৃন্দ ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি যৌথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

প্রশিক্ষণ সংবাদ

এলএসপিদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা ইরা কর্তৃক বাস্তবায়িত শক্তি প্রকল্পের সহযোগিতায় দিরাই উপজেলা সেবাদানকারী সংগঠন ও প্রাইভেট কোম্পানি দি একমি ল্যাবরেটরিজ লি. এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বিগত ১৩ জুলাই পশুসম্পদ বিষয়ক এলএসপিদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। দিরাই এসপিএ'র মোট ১৬ জন এলএসপি এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণের ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন বিশ্বজিৎ কুমার নন্দী। প্রশিক্ষণে গবাদি পশুপাখির বিভিন্ন রোগ, রোগের লক্ষণ, রোগের প্রতিকার ও ওষুধ সেবনবিধি সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের কোম্পানির পক্ষ থেকে ১টি করে ব্যাগ, গবাদি পশুর ওষুধ ও প্রশিক্ষণের বিষয়ভিত্তিক লিফলেট প্রদান করা হয়।

আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা এস্পেস এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত লিফ প্রকল্পের সহযোগিতায় গত ২৬ আগস্ট জয়পুরহাট সদর উপজেলার দোগাছী ইউনিয়নের পেঁচুলিয়া ক্লাস্টারে ৩টি সিবিও এবং কমিউনিটির মোট ৩৯ জন দরিদ্র ও অতিদরিদ্র সদস্যরা আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন জয়পুরহাট জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. সহিদুল ইসলাম এবং নোভারটিস বাংলাদেশ লি. এর জয়পুরহাট জেলা প্রতিনিধি ডা. মো. ফরহাদ হোসাইন।

হাতে কলমে গরুর খাবার তৈরি করা শেখানো হচ্ছে

ধাত্রীমাতাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

গত ১৬ থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত ৩ দিনব্যাপী সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের ধাত্রীমাতাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা আরডব্লিউডিও-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত লিফ ও শক্তি প্রকল্পের সহায়তায় ও জেছিস আরশি প্রকল্পের কারিগরি সহযোগিতায় উপজেলা হাসপাতাল ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। ৪টি ইউনিয়নভূক্ত ৮টি ক্লাস্টারের ১৮টি সিবিওর মোট ১৮ জন ধাত্রীমাতা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো ছিল মা ও নবজাতক শিশুর মৃত্যুর কারণ ও প্রতিকার, গর্ভবতী হওয়ার লক্ষণ, গর্ভকালীন পরিচর্যা, টিকা, গর্ভাবস্থার বিপদচিহ্ন, প্রসব ও প্রসব পরবর্তী বিপদ চিহ্ন, নবজাতকের যত্ন, নারীর অধিকার এবং নারী নির্যাতন ইত্যাদি।

রিপোর্টিং দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ৬ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ইন্টারকোঅপারেশন রাজশাহী অঞ্চল কর্তৃক আয়োজিত পাঁচ দিনব্যাপী রিপোর্টিং দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ রাজশাহীস্থ আশ্রয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে রাজশাহী, সুনামগঞ্জ, বগুড়া ও রংপুর অঞ্চলের সব সহযোগী সংস্থার ১৯ জন টিম লিডার এবং ৭ জন এসোসিয়েট এ্যাডভাইজার অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের রিপোর্টিং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- মাঠ পর্যায় থেকে কার্যক্রম অগ্রগতির নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাসকরণ, গুণগত ও সংখ্যাগত তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক রিপোর্টের মান বৃদ্ধি, রিপোর্ট কাঠামো তৈরি ও রিপোর্ট উপস্থাপন কৌশল, কেস স্টোরি লেখা ইত্যাদি। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন 'প্রম্পট' সংস্থার নিবার্হী পরিচালক মো. সৈয়দ রোকন উদ্দিন এবং তাঁর সহকারী। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণের আগে সহযোগী সংস্থার টিম লিডারদের মাঝে একটি এসেসমেন্ট করা হয় যা প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণে সহায়ক হয়। প্রশিক্ষণ শেষে নিজ নিজ সংস্থার টিম লিডাররা ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটরদের মাঠ পর্যায় থেকে অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, রিপোর্টিং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন।

দলীয় অনুশীলন করছেন প্রশিক্ষণার্থীরা

বিশেষ সংবাদ

মানসম্মত চারা উৎপাদনের লক্ষ্যে আরো এক ধাপ

এগুলো সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিছুসংখ্যক নার্সারি গড়ে উঠেছিল বেশ কয়েক বছর আগে। কিন্তু তাদের কাছে নার্সারি মানেই ছিল, যে কোন গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করে বা আম, কাঁঠাল, জাম খাওয়া শেষে বীজ সরাসরি মাটিতে ফেলে চারা উত্তোলন করে সেই চারা বিক্রয় করা। নিচু ভূমির এলাকা হওয়ার ফলে বেশিরভাগ নার্সারিই গড়ে উঠেছে বসতভিটা সংলগ্ন এবং ছোট স্থানে মাত্র ৩/৪ শতাংশ জমির ওপর। নার্সারি ব্যবস্থাপনা, গাছের রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা, উন্নত জাতের বংশবিস্তার এসব কোন কিছু সম্পর্কে কখনই কোন

অভিজ্ঞতা ছিল না এ এলাকার নার্সারি মালিকদের। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকার কারণে বাজারেও কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। বাজারে কখনও চারা নিয়ে গেলে বিক্রির জন্য খাজনা দিতে হতো তাদের। ২০০৬ সালের শেষের দিকে ইন্টারকোঅপারেশন পরিচালিত এগ্রোফরেস্ট্রি ইমপ্রুভমেন্ট পাটনারশীপ প্রকল্প (এএফআইপি) সুনামগঞ্জে এর কার্যক্রম শুরু করে এবং এসব নার্সারি মালিকদেরকে সংগঠিত করার মাধ্যমে তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেয়। ২০০৭ সালের শুরুতেই সুনামগঞ্জের এসকল বিচ্ছিন্ন নার্সারি মালিকদের নিয়ে জেলার বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর, ধর্মপাশা, জামালগঞ্জ এবং দিরাই উপজেলায় ৫টি উপজেলা নার্সারি মালিক সমিতি গঠন করা হয়। এসব সমিতি গঠনের পর তাদের বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাদের বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষণ সফরসহ বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। চলতি বছরের শুরুর দিকে এমনই একটি প্রশিক্ষণ (নার্সারি ব্যবস্থাপনা, উন্নত বংশ বিস্তার পদ্ধতি, ও মাতৃগাছ ব্যবস্থাপনা) শেষে মোট ২১ জন নার্সারি মালিক মানসম্পন্ন চারা উৎপাদনের লক্ষ্যে উন্নতজাতের মাতৃগাছ সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মপ্লাজম সেন্টার হতে বিভিন্ন জাতের মোট ২২৪টি মাতৃগাছের চারা সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে বাউ আম-১ থেকে বাউ আম-৮, কাঁচামিঠা, ফজলি, ল্যাংড়া, গোপালভোগ, খিরসাপাত, আশ্বিনা, মল্লিকা, বাউ পেয়ারা-১ ও ২, লিচি চায়না-থ্রি, বুম্বাই, রামভুটান, বাউজামরুল-১ ও ২, বাউকুল ১ ও ২, আপেলকুল জাম্বুরা- মহিনি, সফেদা, আমলকি, কামরাঙ্গা উল্লেখযোগ্য। নিচু এলাকা বিধায় জায়গা স্বল্পতার কারণে কোন উপজেলাতেই বড় আকারের মাতৃগাছের বাগান করা সম্ভব হয়নি। তাই নার্সারি মালিকেরা নিজ নিজ বাড়িতেই এসব চারা রোপণ করেছেন। আশা করা যাচ্ছে যে, বছর দু'একের মধ্যে এসব জাতের ফলাফল প্রমাণিত হলেই এর নার্সারি মালিকেরা এর বংশবিস্তার শুরু করতে পারবেন এবং সুনামগঞ্জের দরিদ্র-অতিদরিদ্রসহ সর্বস্তরের মানুষ এর সুফল ভোগ করবে।

নাচোলে বিশ্ব আদিবাসী দিবসে প্রতিমন্ত্রী মহোদয়

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলায় গত ৯ আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবসে নাচোল উপজেলা আদিবাসী একাডেমির উদ্যোগে তৃণমূল, আশ্রয়, কারিতাস ও সিসিডিবি'র সহায়তায় যৌথভাবে দিবসটি উদযাপন করা হয়। বেলা ১১টায় উপজেলা চত্বরে সর্বস্তরের আদিবাসীদের সমাবেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মো. এনামুল হক (অব. ব্রিগেডিয়ার জেনারেল) র‍্যালির শুভ উদ্বোধন করেন। সভায় আদিবাসী নেতৃবৃন্দ তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তার বক্তব্যে আদিবাসীদের দাবি দাওয়াগুলো পূরণের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন এবং আদিবাসীদের প্রদত্ত দাবী দাওয়া সম্বলিত স্মারকলিপির বক্তব্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিকট পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

নাচোলে বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপনের র‍্যালিতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

নতুন মুখ

সাজেদা বেগম
ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর
শরিক প্রকল্প, ঢাকা।

ফাইয়াজুদ্দিন আহমদ
এডভোকেসি কোঅর্ডিনেটর,
শরিক প্রকল্প, ঢাকা

মো. বেলায়েত হোসেন
ম্যানেজার, এ্যাডমিন এন্ড ফিনান্স
লিফ ও শক্তি প্রকল্প, রাজশাহী

মোল্লা সাবিহা সুলতানা
এসোসিয়েট এ্যাডভাইজার
মার্কেট ডেভেলপমেন্ট এন্ড সার্ভিস
প্রভিশন, শক্তি প্রকল্প, বগুড়া অঞ্চল

মো. মোফাজ্জল হোসেন
এসোসিয়েট এ্যাডভাইজার
মার্কেট এন্ড এমএসই,
লিফ প্রকল্প, সুনামগঞ্জ অঞ্চল

শেকড় সম্পাদনা পরিষদ
প্রধান সম্পাদক : মোঃ হামিদুর রহমান
নির্বাহী সম্পাদক : সুলতান মাহমুদ
সদস্য :
অদ্বৈত কুমার রায় — অর্চনা নাথ
মাধব চন্দ্র দাস — মো. মনিরুজ্জামান
মোস্তফা নুরুল ইসলাম — তীর্থ সারথী সিকদার

প্রকাশনায়:
সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড কোঅপারেশন (এসডিসি)-এর অর্থায়নে ইন্টারকোঅপারেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত মাঠ কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ।

শক্তি প্রকল্প
লিফ প্রকল্প
এএফআইপি প্রকল্প
শরিক প্রকল্প

যোগাযোগের ঠিকানা : শক্তি প্রকল্প, বাড়ি ১২৮, সেক্টর ২, উপশহর, রাজশাহী, ফোন-০৭২১-৭৬১৯০৪ Web: www.intercooperation-bd.org